সরস্বতী পুজো ঃ চাঁদার জুলুম খানাকুলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পর এবার সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে হুগলির খানাকুল এলাকা নতুন করে সেজে উঠতে চলেছে। রাত পোহালেই সেই সরস্বতী পুজো। তাই নিজেদের পুজো মণ্ডপকে অন্যদের থেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে খানাকুলের অধিকাংশ ক্লাবগুলিতেই ইতিমধ্যে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে বলে খবর। খানাকুলের ক্লাবগুলির মধ্যেই এই পুজোকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান, প্রতিমা সৌন্দর্য্য, আলোকসজ্জাসহ বিভিন্ন বিষয়ে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার অলিখিত প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই খানাকুল এলাকার বিভিন্ন ক্লাব কর্তাদের মুখে মুখে ঘুরছে। এদিকে এরফলে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ পথচারীরা। অভিযোগ, খানাকুলের প্রায় সর্বত্রই চাঁদার জুলুমে জেরবার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে পথচারীদের। কোথাও কোথাও রাস্তার উপর বাঁশ দিয়ে ঘিরে পথচারীদের আটকে জোর করে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। দাবিমতো চাঁদা দিতে না পারলে হুমকি, অশ্রাব্য মন্তব্যও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দিকে ধেয়ে আসছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, জানা গেছে, দিনের আলো শেষ হলে এই চাঁদা আদায়ের ধরনেরও পরিবর্তন ঘটছে। চাঁদা আদায়কারীরা রাস্তার কোনও অন্ধকার কোণে আশ্রয় নিচ্ছে পথচারীদের উদ্দেশ্যে। কোনও পথচারী গেলেই হঠাৎ তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে চাঁদা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। খানাকুলের প্রায় সর্বত্র এই ঘটনা ঘটে থাকলেও পলাশপাই, অরুণ্ডা, সারদা, উদনা, বালিপুর ইত্যাদি এলাকায় এই প্রকোপ সব থেকে বেশি। যদিও পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে খানাকুলের প্রধান প্রধান সড়কগুলিতে এবার চাঁদা আদায়কারীদের দৌরাত্ম অনেকটাই কম। তবে প্রধান সড়কগুলি থেকে শাখা সড়কগুলিতে ঢুকলেই চাঁদার প্রকোপে নাকাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিকে সমস্ত ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এলাকাবাসীর মধ্যে। রাস্তা আটকে চাঁদা আদায়কে সরকার অবৈধ ঘোষণা করলেও সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চাঁদা আদায়ের নামে তোলাবাজি চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খানাকুলের এক পথচারী বলেন, চাঁদার জুলুমের ব্যাপারে পুলিশ সব জেনেও উদাসীন। এদিকে চাঁদার জুলুম বাড়তেই থাকছে। এর জেরে অতিষ্ঠ হয়ে বাইরে বের হতেও ইচেছ করে না। আমরা সাধারণ মানুষ, কাকে বলব। এলাকার নেতারাও এর পিছনে মদত দিচ্ছে। কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। এরকম চলতে থাকলে পুজো আমাদের কাছে আনন্দ না হয়ে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

গান্ধীজির মৃত্যু দিবসে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ সোমবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে হুগলির আরামবাগে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শহিদ দিবস পালন করা হল। আরামবাগ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে শহিদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। পরে মহকুমা শাসকের 'দিশা' সভাগৃহে এক সর্বধর্ম প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষজন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহকুমা শাসক প্রীতি গোয়েল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শুভ সোম, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দেবাশিস দত্ত, রেভারেন্ড মানস দাস, কমলাকান্ত রায়, সৈয়দ পাশিরুল ইসলাম, হরিপ্রসাদ মেদ্দা, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে গান্ধীজির আদর্শ ও বাণী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অসুস্থ একই পরিবারের ৩ শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ একই পরিবারের তিনজন শিশুর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল হুগলির আরামবাগের মলয়পুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর এলাকায়। অসুস্থ ওই তিন শিশুকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, অসুস্থ ওই শিশুরা হল ২ বছরের ঈশা পোড়েল, ৪ বছরের রাসমণি পোড়েল ও ৫ মাসের তৃষা বাগ। পরিবারের সদস্য তথা ঈশার বাবা চাঁদ সদাগর জানালেন, রবিবার দুপুরে মেয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর একে একে খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ে ও বোনের মেয়েও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পায়খানা, বমি শুরু হয়। স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই। তিনি হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। রাতেই তিনজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে সোমবার সকালেই আরামবাগ মহকুমাশাসক প্রীতি গোয়েল, জেলা অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সিদ্ধার্থ দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার প্রমুখরা হাসপাতালে গিয়ে বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তিনজনেরই শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। প্রাথমিক অনুমান খাবারের গোলমাল থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে।

সম্প্রীতি রক্ষায় বামেদের মিছিল

চুঁচুড়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় চলছে বামেদের মিছিল। ছবি- নিজস্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিনে সম্প্রীতি রক্ষার ডাক বামেদের। আর এস এস-এর উগ্র হিন্দুত্ববাদী নীতিতে চলছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার। রাজ্যেও সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ঐক্য গড়ে তুলতে মিছিলের ডাক দেয় বামফ্রন্ট। খাদিনা মোড় থেকে চুঁচুড়া ঘড়ি মোড় পর্যন্ত এই মিছিলে কয়েক হাজার বাম কর্মী-সমর্থক। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক প্রাক্তনমন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ রূপচাঁদ পাল, শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়সহ জেলা বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ।

রূপান্তরকামী রোগী হেনস্থার শিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ রবিবার হুগলির মগরায় বোরোপাড়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হন ব্যারাকপুরের বাসিন্দা সুজয় কুণ্ডু। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বাঁশবেড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে চিকিৎসার বদলে জোটে দুর্ব্যবহার। তারপর তাঁকে হুগলি জেলা সদর ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুজয় নিজের পরিচয় দেন তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে। তবুও তাঁকে ছেলে না মেয়ে এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। দুর্ঘটনায় তাঁর আঘাত বেশ গুরুতর হলেও তাঁকে ভর্তি করা নিয়ে চলে টালবাহানা। সুজয়ের সঙ্গীরা একজন মানুষ হিসাবে দেখতে বললে পরে তাঁকে ভর্তি নিলেও মেল বা ফিমেল কোন ওয়ার্ড দেওয়া হবে তা নিয়ে শুরু হয় টানাপোড়েন। প্রথমে মেল ওয়ার্ডে দেওয়া হয়। সুজয় জানান, তিনি যেহেতু রূপান্তরকামী তাই তাঁকে ফিমেল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হোক। কিন্তু সেখানেও হাসপাতালের আয়া ও অন্য রোগীদের থেকে তির্যক মন্তব্য শুনতে হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় চিকিৎসা পাওয়ার বদলে তাঁকে চরম হেনস্থা হতে হয়। বাধ্য হয়ে হাসপাতাল থেকে তাঁকে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন তাঁর সঙ্গীরা। রূপান্তরকামী বা ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে আন্দোলনকারী অত্রি কর অভিযোগ করেন ২০১৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট রূপান্তরকামীদের স্বীকৃতি দিলেও তাঁরা কোনও সুযোগ সুবিধা পান না। চাকরির পরীক্ষা হোক বা চিকিৎসা পরিষেবা ছবিটা সর্বত্রই এক। চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের সুপার উজ্জ্বলেন্দু বিকাশ মণ্ডল বলেন, রূপান্তরকামী রোগী যাঁরা আসছেন তাঁদের লিঙ্গ অনুযায়ী সেই ওয়ার্ডে ভর্তি করার চেষ্টা করছি। কোনও নির্দিষ্ট গাইড লাইন এই ধরনের রোগীদের জন্য নেই। এটা কোনও স্থানীয় সমস্যা নয়, সাধারণ সমস্যা। লিখিতভাবে কেউ জানালে উচ্চ আধিকারিকদের জানাব। যাতে এই ধরনের রোগীরা হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসা পান তার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মসিনানে মহাশ্বেতাদেবীর স্মরণে অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ হুগলির পুরশুড়ার সোদপুরে মসিনান শক্তি সংঘের ফুটবল মাঠে সোমবার থেকে শুরু হল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব ও স্বাস্থ্য মেলা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মহাশ্বেতাদেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই উৎসব চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এদিন পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান। ক্লাবের পক্ষ থেকে ৩০০টি মোটর বাইক সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এবং নির্মল বাংলার ব্যানার ও লোগো নিয়ে এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

মসিনান শক্তি সংঘের সম্পাদক প্রকাশচন্দ্র খাঁ জানালেন, বিভিন্ন জেলার নামি ফুটবলার ও ক্লাবগুলিকে নিয়ে ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এর সাথে থাকবে পুরশুড়া এলাকার চাষীদের উন্নতমানের সব্জী প্রদর্শনী ও পুষ্প মেলা। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বলে ক্লাব সম্পাদক জানান।

হুগলিতে উপসুর-এর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ রবিবার হুগলির 'গণভবন'-এ উপসুর সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত হল। আধুনিক সংগীত শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষানবিসদের তালিম দিয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছে। পাশাপাশি প্রতিবছর সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সংগীতজ্ঞদের সম্বর্ধনাজ্ঞাপন সংস্থা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সুনীল মুখার্জী। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমাজের বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্টদের হাতে সম্মান তুলে দেওয়া হয়। কবি কাকলি চ্যাটার্জীর কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নে ভেজা চুপকথা' প্রকাশিত হয়। কবিতা পাঠে অংশ নেন মঙ্গলকুমার ব্যানার্জী, চিরন্তন মুখার্জী, ঝুনু ভৌমিক সহ বহু কবি। মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানে অভাবনীয় উপস্থাপন সভাকক্ষকে অন্য এক মাত্রা দেয়। 'শিঞ্জন' গোষ্ঠী ও কবি শান্তকরের সভা সঞ্চালনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে। এবছর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় নুরুল ইসলাম খান, সুনীল মুখার্জীসহ বিশিষ্টদের।

রবিনহুডের ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগ রবীনহুড ক্লাবের পরিচালনায় রবিবার বসন্তপুর মাঠে ৩৫তম বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন বর্ধমানের মিলন এফ সি বনাম বৃন্দাবনপুর এ্যাসেস ফুটবল এ্যাকাডেমির মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বৃন্দাবনপুর এ্যাসেস এ্যাকাডেমি টাইব্রেকারে ৭-৬ গোলে জয়লাভ করে।

৫০০জনের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭০বর্ষ স্মরণে ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাতে অভিনব কোরাস সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করল শ্রীরামপুর সুরাঙ্গন অভিজ্ঞান নামে সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র। সহযোগিতায় শ্রীরামপুর পুরসভা। ৫০০জন শিল্পী গলায় তেরঙ্গা উত্তরীয় পরে বন্দেমাতরম সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলম, আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে, ওঠেগো ভারত লক্ষ্মী মতো পরিচিত বাংলা গান গাইছেন। পাশে পাশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রচিত অনেক অপরিচিত গান নিয়ে মোট ৫০টি গান ৫০০ জনের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। অভিনব এই সংগীতানুষ্ঠান ৩ ঘন্টা ধরে চলে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে অভিনব এই উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের। শ্রীরামপুর স্টেডিয়ামে দেশাত্মবোধ গান আর ২০০ বছরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে ভাষ্যপাঠ শুনতে উপস্থিত ছিলেন কয়েকহাজার শ্রোতা।

ফড়েরাজ বন্ধ করা হবে ঃ তপন দাশগুপ্ত

চাষীদের হাতে ড্যামি চেক তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, রয়েছেন সভাধিপতি মেহেবুব রহমান।

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ পশ্চিমবঙ্গ এগ্রি মার্কেটিং কর্পোরেশান লিমিটেডের উদ্যোগে সোমবার বৈদ্যবাটীতে হুগলি জেলায় খরিফ মরসুমে প্রথম চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু করল। ফড়ে ও মিডলম্যানদের দৌরাত্ম বন্ধ করতে আগামী দিনে চাষীদের কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ ধান কেনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এই চাষীদের কাছ থেকে ধান কেনার শুভ সূচনা করেন কৃষি ও বিপণন দফতরের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়দীপ দত্তগুপ্ত ও বৈদ্যবাটী পুরসভার পৌরপিতা প্রবীর কুমার পাল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করার পর মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত ১৫জন চাষীর হাতে সহায়ক মূল্য বাবদ ড্যামি চেক তুলে দেন। এদিন মন্ত্রী বলেন, কুইন্টাল প্রতি ধানের সহায়কমূল্যে ১৪৭০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। তারকেশ্বর, দাদপুর, পোলবা, আরমবাগ সহ সারা হুগলি জেলায় রাজ্য সরকার চাষীদের কাছ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান কিনবে। তিনি বলেন, কৃষকদের স্বার্থে তাঁরা যাতে প্রতারিত না হন সেজন্য ফড়েরাজ শেষ করতে হবে। ৩৪ বছর ধরে পূর্বের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ফড়েরা চাষীদের কাছ থেকে স্বল্প মূল্যে ধান কিনে তাঁদের ঠকিয়েছে। শুধু তাই নয় এরা আলু ও সবজিতে রঙ মিশিয়ে এতদিন ধরে সামাজিক অপরাধ করে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এখন আলু ও সবজিতে রঙ মেশানো বন্ধ হয়েছে। তপনবাবু বলেন, একজন চাষীর কাছ থেকে সর্বাধিক ৪৫ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত ধান কেনা হবে। ফড়েরা যাতে চাষীদের প্রতারিত না করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে তাঁরা লোকসান করে প্রতি কুইন্ট্যাল ধান অনেক সময় ১ হাজার টাকার কম দামেও বিক্রি করেছেন। কিন্তু মা মাটি মানুষের সরকারের এই উদ্যোগে তাঁরা খুশি।

ভালোবাসায় বাধা দেওয়ায়, আত্মঘাতী গোঘাটের যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃতের নাম দীপঙ্কর পাত্র (২০)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের সুনিয়া গ্রামে। জানা গেছে, শুক্রবার তিনি ঘাসমারা ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরিবারের লোক ও স্থানীয় মানুষ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার পিজি হাসপাতালে। সোমবার চিকিৎসা চলাকালীন সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরিবারের সদস্যরা তাতে আপত্তি করায় এই পথ বেছে নেন দীপঙ্কর।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান